উপস্থিত ঃ জনাব মোঃ হাসান জামান সিনিয়র সহকারী জজ, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশ নং-
তারিখ-

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।
বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন।
অতপর নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।
বাদীপক্ষ স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় অত্র মামলা রুজু করিয়া বিবাদীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১/২ ও তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারা মতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

বাদীপক্ষের মূল বক্তব্য এই তফসিলোক্ত নালিশী বি এস ৬ নং খতিয়ানের বি এস ৩৮/৫৩/৬৩ দাগের ৬৭ শতক সম্পত্তির মূল মালিক আবদুল গণি চৌধুরী মরনে তৎ ওয়ারীশ বাদীগণ ও অপরাপর ওয়ারীশ তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন। বিগত ১০/০৩/২০২৪ ইং তারিখে ১ নং বিবাদী দলবদ্ধভাবে বাদিগণকে তপশীলোক্ত সম্পত্তি থেকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করায় বাদীগণ বাধ্য হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।
অপরদিকে বিবাদীপক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে এই বিরোধীয় সম্পত্তির আর এস ৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। উক্ত সম্পত্তির রেকর্ডীয় মালিক মোখলেছুর রহমান এর স্বত্ব ২৩/৭/৩৭ ই সনে নীলাম খরিদসূত্রে আবদুল গনি পায়। আবদুল গণি ৪/২/৭৫ ইং তারিখে আর এস ১ দাগে ৪০ শতক ভুমি তোফায়েল আহম্মদ বরাবর হস্তান্তর করে। আবার তোফায়েল আহম্মদ হতে বিভিন্ন তারিখে তিন কবলামুলে ২০ + ১০ + ১০ শতক ভুমি জেবর মুল্লক খরিদ করে। জেবর মুল্লক হতে ১২/১১/২০০১ ইং তারিখে নালিশী বি এস ৬৩/৬৬/৩৮/৫৩ দাগাদির আন্দরে ৯.৫০ শতক ভুমি আবদুল মতিন খরিদক্রমে সরেজমিনে ৬৩ দাগে দখল প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন। আবদুল মতিন উক্ত সম্পত্তি ১ নং বিবাদী হাজী জয়নাব আলীর নিকট বিক্রয় করেন। আবার জেবর মুল্লক আরো ৯.৫০ শতক ভুমি ফাতেমা বেগম এর নিকট হস্তান্তর করিলে উক্ত ফাতেমা বেগম হতে ১৯/০২/২০০৬ ইং সনে জয়নাব আলী খরিদ করেন। এভাবে জয়নাব আলী খরিদা ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় তার নামে বি এস নামজারি ২৪৮ নং খতিয়ান সৃজিত হয়। নালিশী ভুমি বিবাদীগণ বায়াক্রমে প্রায় ৪৯ বছর যাবত ভোগদখলে আছেন। বাদী প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া এই বিবাদীগণের স্বত্ব স্বার্থ আত্মসাৎ করার হীন প্রয়াসে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন। বাদী তৎ প্রার্থীত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নহে। সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য এই বিবাদীগণের অনুকুলে বাদীর প্রতিকূলে হয়। বাদীর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মিথ্যা, হয়রানী মূলক বিধায় ইহা খরচসহ খারিজযোগ্য।
উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি ও দাখিলীয় কাগজাত দেখলাম ও পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষ নালিশী বি এস ৬ নং খতিয়ানের বি এস ৬৩ দাগে ৫৭ শতক ৩৮ দাগে ৩৭ শতক এবং ৫৩ দাগে ১৮ শতক সম্পতিতে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস ৬ নং খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায় তফসিলোক্ত নালিশী দাগাদির একক মালিক আবদুল গণি চৌধুরী ছিলেন।

বাদীগণ তফসিলোক্ত সম্পত্তি আবদুল গণি চৌধুরীর ওয়ারীশ হিসাবে স্বত্ববান ও দখলকার হওয়ার দাবি করেছেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন তফসিলোক্ত নালিশী দাগাদির সম্পত্তি আর এস ৬৮ খতিয়ানভুক্ত ১ দাগের সম্পত্তি হয়। দাখিলীয় উক্ত ৬৮ খতিয়ান হতে দেখা যায় উক্ত ১ দাগের ১১ একর ৬০ শতক ভুমির মালিক ছিল মোখলেছুর রহমান। উক্ত মোখলেছুর রহমান থেকে নিলাম খরিদসূত্রে বাদীগনের পূর্ববর্তী আবদুল গণি মিয়া মালিক হয়। দাখিলী ২৩/০৭/১৯৩৭ ইং তারিখের ৫৩৬ নং নিলাম সার্টিফিকেট হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তির আর এস মালিক বা খতিয়ানের কোন বর্ননা দরখাস্তে প্রদান করেননি এবং উক্ত নিলামের বিষয়টি ও গোপন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলকৃত ০৪/০২/১৯৭৫ ইং তারিখের ১২৩৪ নং কবলা হতে দেখা যায়, আবদুল গনি উক্ত কবলামুলে নালিশী আর এস ১ দাগে ৪০ শতক ভুমি তোফেল আহম্মদ বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তোফেল আহম্মদ হতে ধারাবাহিক হস্তান্তর পরিক্রমায় নালিশী ৬৩ দাগে (৯.৫০ + ২) শতক ৩৮ দাগে ৩.৫০ শতক এবং ৫৩ দাগে ২ শতক ভুমি ১ নং বিবাদী ২ খানা কবলামূলে খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় উক্ত খরিদা কবলা হতে উহার সত্যতা মিলেছে। বিবাদীপক্ষের দাখিলী ২৪৮ নং নামাজারি খতিয়ান দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়ে নালিশী দাগাদিতে ১ নং বিবাদী কতেক সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার বিদ্যমান আছেন। বাদীপক্ষ তাদের পূর্ববর্তীর হস্তান্তরিত উক্ত ১২৩৪ নং কবলা বিষটি সম্পূর্ন গোপন করিয়াছেন। বাদীপক্ষ পরিষ্কার হাতে আসেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে বাদীপক্ষ নালিশী বি এস খতিয়ান অনুসারে নালিশী দাগাদির সম্পত্তিতে ওয়ারীশসূত্রে স্বত্ববান হলেও উক্ত দাগাগির কতেক সম্পত্তিতে ১ নং বিবাদী স্বত্ববান ও দখলকার হন। সে দৃষ্টিকোন থেকে ১ নং বিবাদী নালিশী দাগাদিতে একজন সহ-অংশীদার হন। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় একজন সহশরীকদারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান আইনসম্মত ও সমীচীন হবে না বলে আমি মনে করি।

সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ তাহার আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সুতরাং বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ২৪/০৩/২০২৪ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীর আনীত নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য নয় বলে আমি বিবেচনা করি।

অতএব , আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ৩০/০৭/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার ১-৬ নং বিবাদী পক্ষকে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমিতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়া বাদীগনের শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে এবং নালিশী সম্পত্তি হতে বাদীপক্ষকে বেদখল বা সেখানে জোর পূর্বক কোন ধরনে স্থাপনা নির্মান করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ----------ইং ----------।